নি • উ • ই • য় • র্ক

তবুও স্বপ্নের দেশ

স্বপ্নের দেশে আমেরিকা। এখানে বৈধ অবৈধ নানাভাবে থাকার সুযোগ খোঁজে মানুষ। কিন্তু সেই সুযোগের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে দুর্যোগের আশঙ্কা... লিখেছেন **তামান্না হোসেন**

অবৈধ মার্কিন অভিবাসীদের জন্য একটি আইন পাস হয়েছিলো তিন মাসের জন্য 245 (I). সেই আইনর আলোতে অসংখ্য অভিবাসীরা বন্ধ্যা জীবনে ঝাপসা পথ দেখেছিলো। ফলে যে যেভাবে হোক একটা স্পন্সরশিপ যোগাড় করেছিলেন মার্কিন দেশের স্থায়ী অধিবাসী হওয়ার জন্য।

245 (I) গত হয়েছে বেশ কয়েক মাস হলো। RIR (Reduction and Recurtment) ক্যাটাগরিতে যারা আবেদন করেছে তাদের অনেকে ঘরেই INS (Immigration and Naturaliation Service)-এর প্রথম ধাপের চিঠি পৌঁছে গেছে। হয়তো আরও কয়েক মাসের মধ্যেই সমস্ত আবেদনকারীদের বাড়িতেই চিঠি পৌঁছে যাবে।

একটা গ্রিনকার্ড রঙিন স্বপ্নের হাতছানি স্পন্সরশিপ করা আছে। নিশ্চয়ই একদিন সোনার হরিণটি ধরা দেবে। কিন্তু নাহ্, যারা আবেদন করেছে সেখান থেকে হয়তো বেশির ভাগের আবেদনই বাদ পড়বে। এবং যাদের আবেদন গ্রহণ হবে তাদের অনেকেরই সমূহ বিপদ। এই বিপদ যারা আঁচ করতে পেরেছেন তাদের বুকের ভেতর সারাক্ষণই হাতুড়ির ঘা।

যারা বৈধভাবে আমেরিকায় ঢুকেছিলে এবং পরবর্তীতে অবৈধভাবে থেকে যায় তারাই এই আইনের আওতায় গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করেছিলো। কিন্তু এর মধ্য অনেকেই হয়ত বহু পূর্বে বিভিন্নভাবে গ্রিনকার্ড প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। যেমন রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন সিএসএস লুলাক, অনেকে কন্ট্রাক্ট ম্যারেজের মাধ্যমে গ্রিনকার্ড চেয়েছিলেন। ঐ সমস্ত ইমিগ্রেশন আবেদনের সময় হাজারো রকমের তথ্য দিতে হয়েছিলো। সাথে আরও যেটা দিতে হয়েছিলো তা হল আঙুলের ছাপ। সালমান এফ রহমান মার্কিন দেশে প্রবেশ করে যদি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ হয়ে যায় কোনোই প্রমাণ নেই। কিন্তু INS একটিমাত্র উপায়েই বের করতে পারে তাহলো আঙুলের ছাপ। ফলে যারা বিভিন্ন উপায়ে পূর্বে আবেদন করেছিলেন এবং ডিপোর্টেশান অর্ডার আছে তাদের জন্য আবার গ্রিনকার্ডের আবেদনটা অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ।

হয়তো ডিপোর্ট করা হয়েছিলো তিন, পাঁচ বা দুই বছর আগে। মার্কিন দেশ তো ডিপোর্ট করেই দায়িত্ব শেষ করে। তারপরে বান্দা আছে না চলে গেছে তা নিয়ে এদের মাথাব্যথা নেই। ফলে 245 (I) আইনের আওতায় অনেকে আবার নাম বদলিয়ে অথবা একই নামে হয়তো আবেদন করেছিলেন। কিন্তু পূর্বের আবেদনে আঙুলের ছাপ রয়েই গেছে। আমাদের বহু বাঙালি এই জ্বালায় জ্বলছে।

মার্কিনের এক শহরের এক বাঙালি ছেলে বিয়ে করেছে 245 (I)-এর মাধ্যমে। মেয়েও বাঙালি। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আবেদন করা হল। মার্কিন নাগরিক বিয়ে করলে তার Spous-এর (স্বামী অথবা স্ত্রী) ইমিগ্রেশন প্রসেসিং দ্রুত হয়। ফলে মধুচন্দ্রিমা যেতে না যেতেই ডাক এলো INS থেকে। ছেলেটি কি হয় কি হয় জ্বালা নিয়ে গেলো INS-এর কাছে। এবং যা হবার তাই হলো। ছেলেটির পূর্বের একটি ডিপোর্টেশন অর্ডার ছিলো এবং বিয়ে করে পুনরায় গ্রিনকার্ডের আবেদন করাতেই ধরা খেলো। আমাদের এক বন্ধু বলে মজা করে। এত বড় রাজার বাড়ি, কত গরিব মিসকিন এসে থাকে খায়, রাজা জানেও না। সেই অতি ভালোমানুষীর কারণে রাজার সম্মুখে গিয়ে আবেদন করা হল 'রাজা আমি থাকতে চাই'। অমনি হুঙ্কার 'এক্ষুণি দূর হও' এখন পালিয়ে থাকারও উপায় নেই।

কত অভাগা আমরা। নিজের স্বজন, স্বদেশ ছেড়ে পরদেশে এসে মাথার ঘাম পায়ে ফেলছি, এখানেও কত কষ্ট, যন্ত্রণা।

কো • রি • য়া

নির্বাচনে প্রবাস অনুভূতি

গণতন্ত্রের বিকাশে নির্বাচনের এই পরিবেশ নিঃসন্দেহে ইতিবাচক ইঙ্গিত

প্রবাস মানেই গতিময় কর্মজীবন। যন্ত্রের সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করতে হয়। তবুও চঞ্চল মন ঘুরে বেড়ায় স্বদেশে। কেমন চলছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিনকাল? নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হবে তো? দেরিতে পাওয়া এক ম্যাগাজিন পড়ে আশার আলো খুঁজি। কোরিয়ানদের ধর্মীয় ছুটি চলে ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৩ অক্টোরের মোট ৪ দিন। এ সময়টা দেশের খবরের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। ইন্টারনেটে ঢুকে পড়ি। কাজের তাগাদা নেই। শত শত স্বদেশী একত্রিত হই। আনিয়াং আল্ রাবেতা জামে মসজিদ দপ্তরে রয়েছে স্বয়ংক্রিয় মিডিয়া। নিয়মিত ইবাদত ও তথ্যপ্রবাহ দুটোই চলতে থাকে। নিরাপত্তা নিশ্চিত। আজকের দৈনিক সমূহের হেড লাইন পড়ে নিরাপত্তা বিষয়ে সন্দেহ দূর হয়।

সারাদেশে শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। বিবিসি সান্ধ্য অধিবেশনে বিদেশী পর্যবেক্ষকদের সন্তোষজনক অভিমত। স্বদেশে সভ্যতার ছোঁয়া। নির্বাচনের পরিবেশে ইতিবাচক ফলাফল। গণতন্ত্রের বিকাশে নির্বাচনের এই ধারা পরিবেশ, সত্যিই ভাল লেগেছে।

Md. Delwar Hossain. inchon
South Korea

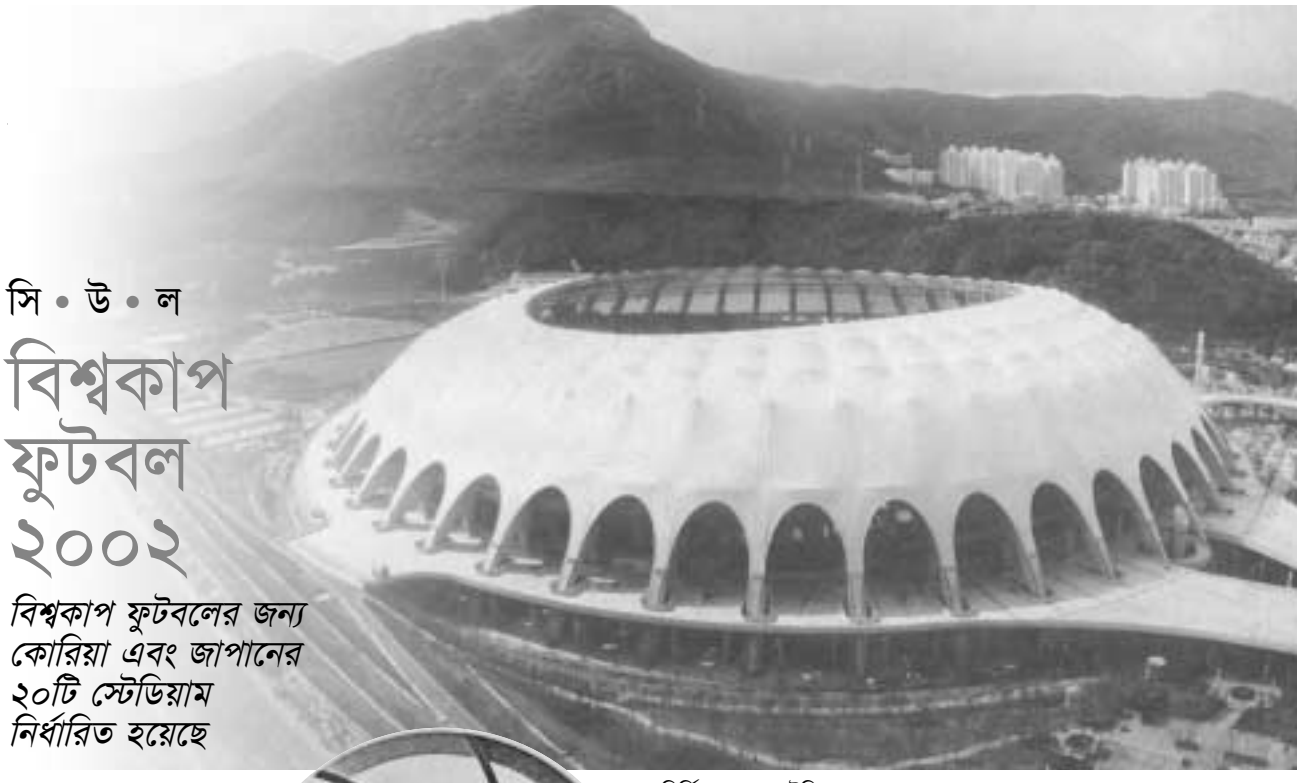

সি • উ • ল

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০০২

বিশ্বকাপ ফুটবলের জন্য কোরিয়া এবং জাপানের ২০টি স্টেডিয়াম নির্ধারিত হয়েছে

পাথরে নির্মিত পুশান স্টেডিয়াম

বিশ্বকাপ ফুটবল ২০০২ উপলক্ষে দক্ষিণ-কোরিয়া এবং জাপান মোট ২০টি স্টেডিয়াম নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া ১০টি এবং জাপানে ১০টি।

দক্ষিণ কোরিয়ায় যে দশটি শহরে ১০টি স্টেডিয়ামে খেলা হবে--

■ সিউল স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৬৩৯৬৩টি। খেলা হবে (৩১ মে উদ্বোধনী বাংলাদেশ সময় ৫.৩০ মিনিটে) ১৩ জুন ১২.৩০ মিনিটে, ২৫ জুন ৫.৩০ মিনিটে।

■ পুশান স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৫৫৯৮২টি। সিউল থেকে দূরত্ব ৪২০ কিলোমিটার। খেলা হবে ২ জুন ১.৩০মিঃ, ৪ জুন ৫.৩০ মিনিটে, ৬ জুন ১২.৩০ মিনিটে।

■ ইনছল স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৫২১৭৯টি। সিউল থেকে দূরত্ব ৩৫ কিলোমিটার। খেলা হবে ৯ জুন ৩টায়, ১১ জুন ১২.৩০ মিনিটে, ১৪ জুন ৫.৩০ মিনিটে।

■ জনজু স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৪২৩৯১টি। সিউল থেকে দূরত্ব ২৫০ কিলোমিটার। খেলা হবে ১৭ জুন ৩টায়, ১০ জুন ৫.৩০ মিনিটে ১৭ জুন ১২.৩০ মিনিটে।

■ কোয়াংজু স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৪২৮৮০টি। সিউল থেকে দূরত্ব ৩০০ কিলো-মিটার। খেলা হবে ২ জুন ৫.৩০মিঃ, ৪ জুন ১২.৩০ মিনিটে, ২২ জুন ১২.৩০ মিনিটে।

■ সন্তইপো স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৪২২৫৬টি। সিউল থেকে দূরত্ব ৫৫০ কিলোমিটার। খেলা হবে ৮ জুন ৫.৩০মি, ১২ জুন ৫.৩০ মিনিটে, ১৫ জুন ১২.৩০ মিনিটে।

■ সোহান স্টেডি-য়াম : আসন সংখ্যা ৪৩১৮৮টি। সিউল থেকে দূরত্ব ৪৫ কিলোমিটার। খেলা হবে ৫ জুন ৩টায়, ১১ জুন ১২.৩০মি, ১৩ জুন ১২.৩০ মিনিটে, ১৬ জুন ৫.৩০ মিনিটে।

■ দেজন স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৪০৪০৭টি। সিউল থেকে দূরত্ব ২০০ কিলোমিটার। খেলা হবে ১২ জুন ৫.৩০ মিনিটে, ১৪ জুন ৫.৩০ মিনিটে, ১৮ জুন ৫.৩০ মিনিটে।

■ দেগু স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৬৮০১৪টি। সিউল থেকে দূরত্ব ৩০০ কিলোমিটার খেলা হবে ৬ জুন ৫.৩০ মিনিটে, ৮ জুন ১২.৩০ মিনিটে, ১০ জুন ১২.৩০ মিনিটে, ২৯ জুন ৫টায়।

■ উলসান স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৪৩০৫৮টি সিউল থেকে দূরত্ব ৪০০ কিলোমিটার। খেলা হবে ১ জুন ৩টায়, ৩ জুন ৩টায় ২১ জুন ৫.৩০ মিনিটে।

জাপানের যে ১০টি স্টেডিয়ামে খেলা হবে

■ ইয়োকোহামা স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৭০ হাজার। টোকিও থেকে দূরত্ব ২০ কিলোমিটার। খেলা হবে ৯, ১১, ১৩ ফাইনাল ৩০ জুন।

■ ওসাকা স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৫০ হাজার। টোকিও থেকে দূরত্ব ৫৫০ কিলোমিটার। খেলা হবে ১২, ১৪, ২২ জুন।

■ সাপ্পোরো স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৪২ হাজার। টোকিও থেকে দূরত্ব ৯০০ কিলোমিটার। খেলা হবে ১, ৩, ৭ জুন।

■ কোবে স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৪২ হাজার। টোকিও থেকে দূরত্ব ৫৫০ কিলোমিটার। খেলা হবে ৫, ৭, ১৭ জুন।

■ সাইতামা স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৬৩ হাজার। টোকিও থেকে দূরত্ব ৫০ কিলো-মিটার। খেলা হবে ২, ৪, ৬ এবং ২৬ জুন।

■ মিয়াগি স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৫০ হাজার। টোকিও থেকে দূরত্ব ৪০০ কিলোমিটার। খেলা হবে ৯, ১২, ১৮ জুন।

■ ইবারাকি স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৪১ হাজার। টোকিও থেকে দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার। খেলা হবে ২, ৫, ৮ জুন।

■ সিজুওকা স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৫০ হাজার। টোকিও থেকে দূরত্ব ১৫০ কিলোমিটার। খেলা হবে ১১, ১৪, ২১ জুন।

■ ওইটা স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৪৩ হাজার। টোকিও থেকে দূরত্ব ১৪০০ কিলোমিটার। খেলা হবে ১০, ১৩, ১৬ জুন।

■ নিগাটা স্টেডিয়াম : আসন সংখ্যা ৪২ হাজার। টোকিও থেকে দূরত্ব ৫০০ কিলোমিটার। খেলা হবে ১, ৩, ১৫ জুন।

২০০২ বিশ্বকাপ ফুটবলের সবগুলোই বাংলাদেশের সময় দিনের বেলা অপরাহ্নে অনুষ্ঠিত হবে।

সৈয়দ কায় খসরু সানী

Jonggock Dong 252-6, Kwang Jinku-Seoul, South-Korea, H.P. 0188508957

টো • কি • ও

আইনস্টাইন যখন জাপানে

জাপানিদের আতিথেয়তা, ট্রেডিশনাল চা পর্ব, ফুল সাজাবার পদ্ধতি ইকোবানা আইনস্টাইনকে মুগ্ধ করে

থিওরি অব রিলেটিভিটির জনক বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের জাপান সফর সে সময়ের একটি অপ্রকাশিত ছবি এবং আইস্টাইনের স্বহস্তে লিখিত ডাইরির সন্ধান পাওয়া গেছে। জাপানের কিংকি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক কেনজি সুগিমতো নিউইয়র্ক সিটি লাইব্রেরিতে অনুসন্ধান করে ছবি ও ডাইরির সন্ধান পান। ১৭ নবেম্বর ১৯২২ সালে আইনস্টাইন কোবে পোর্টে নামেন এবং ৪৩ দিন জাপানে অবস্থানের পর ২৯ ডিসেম্বর মোজিব বন্দর ত্যাগ করেন। আইনস্টাইন নিয়মিত ডাইরি লিখতেন। জাপান সফরের প্রতি-দিনই তিনি ডাইরি লিখেছেন। জাপানিদের আতিথেয়তার প্রশংসা করেন। জাপানিদের 'ট্রাডিশনাল চা অনুষ্ঠান' ফুল সাজাবার নিয়মকানুন তাকে মুগ্ধ করে– তবে জাপানিদের সমবরাদী মনোভাবের মৃদু সমালোচনা করেন। ডিসেম্বর ১১ তে তিনি লেখেন `Because all pepole are kind and have a calm altitude around us, I did not feel tired at all. But when I returned to the hotel, my wife is angry because I Left her behind`. ডাইরিতে লক্ষ্য করা গেছে আইনস্টাইন গভীরভাবে জাপানিদের জীবন যাপন প্রত্যক্ষ করেছেন। ৫ ডিসেম্বর তিনি লেখেন `It resembles the mentality of the Italians, But Japanees are more elegant and the Japanees mentality has a deep-rooted artistic tradition` 'পাশাপাশি আবার লেখেন Their in Intellectual desire seems to be weakes than this artistic desire. টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বক্তৃতায় দেশের সেরা বিজ্ঞানীদের সমাবেশ ঘটেছিল। ছবিতে সস্ত্রীক আইনস্টাইন এবং তার ডাইরির ১টি পৃষ্ঠা– সময় ১৯২২ সাল।

১৯২২ সালে জাপানে স্বস্ত্রীক আইনস্টাইন

আইনস্টাইনের লেখা ডায়েরীর পাতা

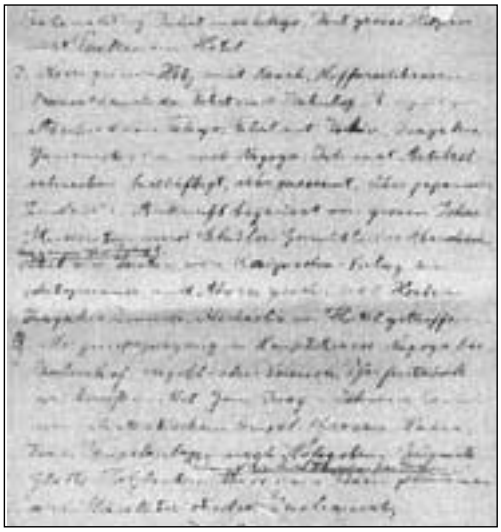

কাজী ইনসানুল হক
টোকিও
Insan@manchitro.net

ই • টা • লি

ফিজিতে ইমিগ্রেশন

বহু দ্বীপের দেশ ফিজিকে খুব আপন করে নিয়েছে অনেক আগে থেকে, তাইতো বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতায় ফিজি। ১৯৭০ সালে ফিজি ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এ পর্যন্ত ফিজিতে ৩ বার অভ্যুত্থান হয়। ফিজির বাসিন্দারা প্রধানত দুইভাগে বিভক্ত– ভারতীয় এবং ফিজিয়ান। ফিজিয়ানরা ফিজির আদি বাসিন্দা, অপরদিকে ভারতীয়দের পূর্বপুরুষ দক্ষিণ এশীয় মহাদেশ হতে আগত। বর্তমানে ফিজিতে ফিজিয়ানদের সংখ্যা ৫১ শতাংশ, ভারতীয় ৪৬ শতাংশ এবং ৫ শতাংশের মত আছেন চীনা ও ইউরোপীয়। ভারতীয় বলে যাদের চিহ্নিত করা হয় তারা সকলে ভারতীয় নন। তাদের মধ্যে আছেন সিংহলী, পাকিস্তানি, বাংলাদেশী। ধর্মীয় পরিচয়ে ফিজির আদিবাসীরা বিভক্ত। সেদেশে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা জনসংখ্যার ৫২ শতাংশ, হিন্দু ৩৮ শতাংশ, মুসলমান ৮ শতাংশ। ৭ হাজার ৫৬ বর্গমাইলের এই দ্বীপের দেশে জাতিগত বৈচিত্র্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে সংঘাতের বীজ। বড় বড় শিল্প কারখানার মালিক ভারতীয়রা, বড় বড় ডাক্তার, উকিল, ইঞ্জিনিয়ার ভারতীয় বংশোদ্ভূত। তাদের দখলে। এ কারণে ভূমিপুত্রের দাবিদার ফিজিয়ানরা ক্ষুব্ধ। ফিজিয়ানরা আইন মোতাবেক ৮৩ শতাংশ জমির মালিক। ভারতীয়রা জমি বর্গা চাষ করতে পারেন, জমি লিজ নিতে পারেন কিন্তু জমির মালিক হতে পারেন না। ফিজি তিন শতাধিক দ্বীপের সমষ্টি। এর মধ্যে মাত্র একশ' দ্বীপে বসতি আছে। রাজধানী সুভা। লোকসংখ্যা ৭০ হাজার। ভারতীয় ৩০ হাজার, ফিজিয়ান ১৭ হাজার, অন্যরা চীনা এবং ইউরোপীয়। ফিজির অধিকাংশ আদিবাসী এখনও উপজাতীয় জীবনধারা অনুসরণ করে। পুরুষরা সুলু নামের ঘাগড়া জাতীয় পোশাক পরে। ফিজির অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ ভালো। লেখাপড়া কিংবা ব্যবসা বাণিজ্যের নামে ফিজির ভিসা সংগ্রহ করা অনেক সহজ, বিশেষ করে বর্তমানে যারা দেশের বাইরে চাকরি কিংবা লেখাপড়া অবস্থায় আছেন। একটু নিয়ম নীতি জানা থাকলে স্পন্সর সংগ্রহ করে ফিজিতে যেতে পারেন। ফিজিতে অল্প কয়দিন অপেক্ষার পর নিউজিল্যান্ডে চলে যাওয়া যায়। প্রতি বছর ১৫/২০ হাজার ইমিগ্র্যান্টের সুযোগ দিয়ে থাকে। এ বছরের শেষে এবং নতুন বছরের শুরুতে বেশ কিছু উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় ফিজিতে। আন্তর্জাতিকভাবে তখন ফিজির বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে স্পন্সর সংগ্রহের সুযোগ থাকে বেশি।

Mahabub Alam, Via-Romana-79,
00048-Nettuno (RM), Italy, Europa

জা • পা • ন

মিচুয়া পার্ক মেলা

মিচুয়া পার্কে প্রতিবছর বসে মেলা। তবে এ মেলা ঢাকার মেলার মত নয়। একটু অন্যরকম

নতুন হবার কারণে মিচুয়া পার্কে মেলা সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। আমাদের ফ্যাক্টরি থেকে অফিসিয়ালি বলে দিল সবাইকে মিচুয়া পার্কে যেতে এবং আনন্দ করতে। আগস্টের ২০/২১-এর দিকেই দেখে এলাম পার্ক সাজানো হচ্ছে বিভিন্ন ফেস্টুন এবং ব্যানারে। বুঝতে বাকি থাকল না। যাই হোক আয়োজন বেশ বড়। প্রথম দিন কাজ থেকে এসে কিছুটা অলসতার কারণে যাওয়া হয়নি। পরদিন সকালে ঘুম থেকে দেরিতে উঠে নিজের কিছু কাজে দেরি করে ফেলা। বিকেল ৪টার দিকে রুমে ফিরে দেখি রুমমেট নেই। বুঝলাম মেলাতে গেছে। মোবাইলে ফোন করতেই বলল চলে আয়। আমরা স্টেজের আশপাশে আছি। কিছুক্ষণ পর এলাম মেলা প্রাঙ্গণে। এসেই চক্ষু চড়ক গাছ। এত লোক। পুরো পার্ক উপচে পড়ছে লোকের ভিড়ে। অবশ্য রোববার অর্থাৎ ছুটির দিন হবার কারণেই লোক আরো বেশি। লোকের ভিড় ঠেলে মূল স্টেজের দিকে যাত্রা শুরু। কিন্তু এত লোকের মাঝে রুমমেটকে খুঁজি কিভাবে! হঠাৎ মোবাইল বেজে ওঠে এবং রুমমেট ডাকে আমরা ঐদিকে। তোকে দেখতে পাচ্ছি এইদিকে চলে আয়। শেষে নিজেদের গ্রুপের সঙ্গে মিলতে পারা। ততোক্ষণে অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী চলছে। পুরস্কার না বলে লটারি বলাই ভালো। লোকজন বিভিন্ন পুরস্কার জিতে নিচ্ছে। প্রচুর খাবারের স্টল চারদিকে। শেষে পিপাসা নিবারণের জন্য চা-কফির খোঁজ। চারদিকে প্রচুর লোকজন গ্রুপ করে বসে আড্ডা মারছে। খাবার এবং বিয়ার খাচ্ছে। সঙ্গে পরিচিত-অপরিচিত সবাই সবাইকে তাদের সঙ্গে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। এক সময় চা-কফি পাই এবং পেয়ে যাই Hatogaya Lions Club-এর গ্রুপকে। আমাদের নাম ঠিকানা দিয়ে সদস্য হবার আমন্ত্রণ জানায়। নিজেদের সদস্য করি।

জাপানি স্টাইলে হাতে বিয়ার এবং তোয়ালে উপহার হিসেবে ধরিয়ে দেয় আমাদের। কিছুক্ষণ বাচ্চাদের জুস খাবার প্রতিযোগিতা দেখি। পরে মূল স্টেজের সামনে এসে নিজেদের জায়গা খুঁজে নেই। একটু পর শুরু হয় দিনের প্রধান আকর্ষণ বিভিন্ন গ্রুপের জাপানিজ রক গান। রাত দশটা পর্যন্ত থাকি। এক সময় অনুষ্ঠান শেষ হলে নিজেদের ঘরে ফেরার ব্যস্ততা অনুভব করি। পুরো অনুষ্ঠান আয়োজন করে Hatogaya সিটি কর্পোরেশন। লোকজন নিজেদের ময়লা নিজেরাই ময়লা ফেলার স্থানে ফেলছিল এবং ভলান্টিয়াররাও পরিষ্কার করছিল।

কোন প্রকার হৈ চৈ ছাড়াই অনুষ্ঠান শেষ হলো। এ অবস্থায় ভাবুন দেশের কথা। আর যাই হোক ময়লার কারণে ঐ অঞ্চলে পরবর্তী অনেকদিন প্রবেশ করা যেত না। অথচ পরের সপ্তাহেই মিচুয়া পার্ক ঠিক আগের অবস্থায়।

দেবাশীষ চন্দ
Email : cdm.@docomo.ne.jp

ই • য়া • কো • হা • মা

বাৎসরিক উৎসব

তোমরা কর্মঠ নিষ্ঠার সাথে কাজ করো, কিন্তু তোমাদের দেশের উন্নতি হয় না কেন? চমকে উঠি এমন প্রশ্নে

আমরা যারা জাপানে আছি, তারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় নানান প্রশ্নের সম্মুখীন হই। তেমনি একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম আমাদের ফ্যাক্টরির পরিচালকের কাছ থেকে ফ্যাক্টরির বাৎসরিক উৎসবে। আমরা একটি প্রখ্যাত গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রির শাখায় কাজ করি। দেশে বিদেশে এর অনেক শাখা রয়েছে। সাত আটটি দেশের প্রায় ১০০ জন শ্রমিক কাজ করে এই শাখায়। বাৎসরিক উৎসবে আমরা পাঁচ ছয় বন্ধু আলাপচারিতার সময় ফ্যাক্টরির পরিচালক আসেন এবং আমাদের আলোচনার অংশ নেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলেন, তোমরা বাংলাদেশীরা সবচেয়ে বেশি কর্মঠ এবং নিষ্ঠার সাথে কাজ করছো। আর একটি দেশের উন্নতির প্রধান চাবিকাঠি হচ্ছে কঠোর পরিশ্রম, নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং সততা। আর তোমরা এখানে যারা কাজ করছো তাদের মধ্যে এই সব গুণগুলো যথার্থই বিদ্যমান। তাহলে কেন তোমাদের দেশ উন্নতি করতে পারছে না। দেশের সম্মানের কথা চিন্তা করে সেদিন সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি।

Liton, Hadano, Yokohama, Kangawa Ken, Japan

কৃতি ছাত্র পেদা শিমুল

ই • টা • লি

বাংলাদেশী শিশুর কৃতিত্ব

ইটালিয়ান ছাত্র-ছাত্রীদের টপকে বাংলাদেশী ছাত্র ৯ বছরের পেদা শিমুল ছিনিয়ে নিয়েছে সুলের বোগেন বৃত্তি

ইটালির বোনজানো প্রভিন্সের নভলাভান্তে বসবাসরত ৯ বছরের বাংলাদেশী শিশু ছাত্র পেদা শিমুলের মেধায় বিস্মিত হয়েছেন নভলাভান্তের আলিমেনতারীর শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শিমুল গেল বছরের জুলাইতে বাবা-মার সাথে ইটালিতে এসে ডিসেম্বরে স্থানীয় ডয়েচ স্কুলে ভর্তি হয়। গত জুন মাসে শিমুল তার মেধার যোগ্যতায় স্থানীয় ছাত্র-ছাত্রীদের টপকে সুলের বোগেন বৃত্তি ছিনিয়ে নেয়। সে তার ক্লাসের ৬টি সাবজেক্টের ৪টিতেই সর্বোচ্চ নম্বর অর্জন করে। আলমেনতাবীর শিক্ষক-শিক্ষিকারা শিমুলের অভিভাবককে অনুরোধ করেন যে, তারা শিমুলকে ইটালিতে উচ্চতর ডিগ্রি করাতে চায় এবং সে ব্যাপারে অভিভাবকদের সহযোগিতা চায়। শিমুলের বাবা মোহাম্মদ পেদা বাবুল। মা পেদা শিলা। ১৯৯২ সালে শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানার মশুরা গ্রামে শিমুল জন্মগ্রহণ করে।

Iffat Ara, Via Molini-16, 39040 Termeno (Bz), Italy